কলকাতার উচ্চ আদালতে

দেওয়ানী রিভিশনাল এক্তিয়ার

আপিল সাইড

বর্তমান

মাননীয় বিচারপতি অজয় কুমার মুখোপাধ্যায়

১৯৯১ সালের এস এ ৭৭০

মো. সহিদ, মৃত হওয়ার পর থেকে, প্রতিনিধিত্ব করেছেন

আসগরী বানু @ আসগতারি বেগম ও অন্যরা

বনাম

জামরাতি, যেহেতু মৃত, প্রতিনিধিত্ব করেছেন মেমুন্নেসা ও অন্যরা।

আপিলকারীদের জন্য :

জনাব পার্থ প্রতিম রায়

জনাব লুৎফুল হক

জনাব টি. খাতুন

উত্তরদাতাদের জন্য

শ্রী শিব প্রসাদ ঘোষ

শুনেছি

: ২১.০৯.২০২৩

উপর রায়

: ১৯.১২.২০২৩

বিচারপতি অজয় কুমার মুখার্জি,

১। পূর্বসূরি বর্তমান আপিলকারীদের স্বার্থে মো. সোফি পছন্দ করেন

এই দ্বিতীয় আপিলটি ১৯শে ডিসেম্বর, ১৯৮৯ তারিখে প্রত্যাবর্তনের রায়কে চ্যালেঞ্জ করে সহকারী জেলা জজ, শিয়ালদহ, আলিপুর, ১৯৮৯ সালের ৩০শে জানুয়ারী, ১৯৮৯-এর শিরোনাম আপিল নং ৮৩-এ গৃহীত হয়। বাতিল করা রায়ের মাধ্যমে, প্রথম আপিল আদালত একটি আপিলের পক্ষে রায় দেয় ১৯৮৬ সালের ২৪০ নং টাইটেল স্যুটে শিয়ালদহ ৪র্থ আদালতের শিরোনাম মুন্সেফের দেওয়া রায় এবং ডিক্রি করা হয়েছে বলা স্যুটে।

২। এখানে উত্তরদাতাদের স্বার্থে পূর্বসূরি জুমরাতি মো. এর বিরুদ্ধে লাইসেন্সধারীকে উচ্ছেদের জন্য মামলা করেছিল সোফি, পূর্বসূরী - মধ্যে-

আপিলকারীদের স্বার্থে অভিযোগ উঠেছে, মো. সুগিয়া বিবি ওরফে সুকিয়া বিবি ওরফে সুফিয়া বিবি (পরে সুগিয়া বিবি নামে ডাকা হয়) দ্বারা সোফীকে একটি কক্ষের জন্য লাইসেন্সী হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। বাদী আরও অভিযোগ করেন যে মামলার সম্পত্তির মালিক হওয়ার পরে এবং সুগিয়া বিবির মৃত্যুর পরে, তিনি উক্ত লাইসেন্সটি নবায়ন করেননি এবং সেই কারণে বিবাদী/লাইসেন্সধারীর উল্লিখিত জায়গা দখলের অধিকার নেই এবং সে হিসাবে তিনি উচ্ছেদের জন্য উল্লিখিত মামলা দায়ের করেন লাইসেন্সধারীর এবং দখল পুনরুদ্ধার এবং স্থায়ী নিষেধাজ্ঞা ১৯৮৬ সালের পূর্বোক্ত টি এস নং ২৪০ এ।

৩। মো. সোফি লিখিত বিবৃতি দাখিল করে উল্লিখিত মামলার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন যেখানে তিনি বিশেষভাবে বাদীতে করা অভিযোগ অস্বীকার করেছেন এবং তিনি এও অস্বীকার করেছেন যে পূর্বের মালিক সুগিয়া বিবি যে কোনও সময়ে বাদীর পক্ষে বিক্রির কোনও চুক্তি সম্পাদন করেছিলেন। বলেন মো. সোফি আরও দাবি করেছেন যে সুগিয়া বিবির সাথে তার বিয়ে হয়েছিল এবং তিনি তার সাথে স্যুট প্রাঙ্গনে স্বামী-স্ত্রী হিসাবে থাকতেন। প্রফর্মা বিবাদী জয়গুণেছা বিবি কথিত সুগিয়া বিবির কন্যা তার কথিত প্রথম স্বামী, যিনি এখন বিবাহিত এবং তার বিবাহের বাড়িতে বসবাস করছেন।

৪। বিজ্ঞ ট্রায়াল কোর্ট ছয়টি ইস্যু তৈরি করেছে যার মধ্যে ইস্যু নং ৩ হল বিবাদী মামলা সম্পত্তির ক্ষেত্রে বাদীর অধীনে লাইসেন্সধারী কিনা। উল্লিখিত ইস্যুটির সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় নীচের আদালত বাদী দাবি করেছিলেন যে তিনি সুগিয়া বিবির উইল দ্বারা মামলার সম্পত্তির মালিক হয়েছেন। বাদীকে প্রমাণ করতে হবে যে তিনি মামলার সম্পত্তির মালিক এবং তার পক্ষে সুগিয়া বিবি যে উইল করেছেন তা আসল। এর পরিপ্রেক্ষিতে ট্রায়াল কোর্ট মোহামেডান আইনকে রেফার করে এবং পর্যবেক্ষণ করে যে, যেহেতু জয়গুন্নেসা/বিবাদী নং ২ স্বীকার করা হয়

সুগিয়া বিবির মেয়ে, তাই সুগিয়া বিবি তার সমস্ত সম্পত্তির নিষ্পত্তি করতে পারে না উল্লিখিত উইল দ্বারা জয়গুন্নেসার সম্মতি না নিয়ে এবং সুগিয়া বিবি যে সম্মতি পেয়েছিলেন তা দেখানোর কিছু নেই। তদনুসারে বাদী মামলার সম্পত্তিতে নিরঙ্কুশ মালিকানা দাবি করতে পারে না এবং তার মালিকানা চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে। তিনি আরও বলেন, বিপরীতে বিবাদী নং ১ নিজেকে সুগিয়া বিবির স্বামী হিসাবে দাবি করেছে এবং সে হিসাবে তিনি বাদীর সাথে মামলার সম্পত্তির সহ-ভাগীদার এবং এই বাদীর বিরুদ্ধে লাইসেন্সধারীকে উচ্ছেদের জন্য বিবাদীর বিরুদ্ধে মামলা করার ক্ষমতা ছিল না এবং বাদীও ব্যর্থ হন বিবাদী নং ১ মঞ্জুর করা কথিত লাইসেন্স প্রমাণ করুন এবং তদনুসারে ট্রায়াল কোর্ট রায় দেয় যে বাদীর জন্য প্রার্থনা করা ডিক্রি পাওয়ার অধিকারী নন।

৫। বিজ্ঞ বিচার আদালত সুনির্দিষ্টভাবে বলেছে যে সম্পত্তির উপর কোন অধিকার নেই এমন ব্যক্তি অনুদান প্রত্যাহার করতে পারবেন না এবং উচ্ছেদের জন্য মামলা দায়ের করতে পারবেন না। যেহেতু বিবাদী নং ১ সুগিয়া বিবির মৃত্যুর পর সুগিয়া বিবির স্বামী হিসাবে জয়গুন্নেসার সাথে উত্তরাধিকারসূত্রে মামলা প্রাঙ্গণে অংশ পেয়েছিলেন এবং প্রকৃতপক্ষে সুগিয়া বিবি বাদী জামরাতির অনুকূলে বিক্রয়ের কোনো দলিল সম্পাদন করেননি মামলা প্রাঙ্গণের ক্ষেত্রে এবং মোহামেডান আইন অনুসারে, একজন মোহামেডান আনুষ্ঠানিকভাবে এবং দাফনের খরচ মিটানোর পরে তার সম্পত্তির মাত্র এক তৃতীয়াংশ আইনত উইল করতে পারে এবং যেহেতু সমগ্র সম্পত্তি উক্ত সুগিয়া বিবির পক্ষে উইল করেছেন বাদী এবং মোহামেডান আইনের অধীনে উল্লিখিত উইলকে বৈধতা দেওয়ার জন্য, সম্পূর্ণভাবে মৃত উইলকারীর সমস্ত উত্তরাধিকারীকে উইলকারীর মৃত্যুর পরে তাদের সম্মতি দিতে হবে এবং যেহেতু মৃত উইলকারীর উত্তরাধিকারীগণের মৃত্যুর পরে কোনও সম্মতি দেওয়া হয়নি উইলকারী, বাদী মামলার সম্পত্তির উপর নিরঙ্কুশ মালিকানা অর্জন করেননি এবং সেই অনুযায়ী

বাদী লাইসেন্সধারীর উচ্ছেদের ডিক্রি পাওয়ার অধিকারী নয়। ট্রায়াল কোর্ট আরও বলেছে যে ১ নং বাদী বিবাদীকে মঞ্জুরকৃত কথিত লাইসেন্স প্রমাণ করতে খারাপভাবে ব্যর্থ হয়েছে তদনুসারে ট্রায়াল কোর্ট বাদীদের স্যুট বরখাস্ত করেছে।

৬। আপীল আদালত পক্ষদের দাখিল মোকাবেলা করার সময় নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিবেচনার জন্য প্রণয়ন করেছিল: -

১। বিবাদী সম্পত্তিতে নিছক লাইসেন্সধারী কিনা।

২। বাদী তার কথিত ক্রয়ের কারণে সম্পত্তির উপর শিরোনাম অর্জন করেছেন কিনা।

৩। বিবাদীর সম্পত্তিতে কোন স্বার্থ আছে কিনা। যদি তাই হয় তাহলে তা কিভাবে জমা হলো?

৪। বিদ্বান মুনসিফের রায় ও ডিক্রি টিকিয়ে রাখা যাবে কি না?

৭। জানা গেছে, প্রথম আপিল আদালতে বিয়ের সার্টিফিকেট বহাল রাখা হয়েছে মামলায় উত্থাপিত হয়েছে তা বৈধ দলিল হিসেবে গণ্য করা যাবে না কারণ এতে নারী সাক্ষীর স্বাক্ষর বা বর ও কনে বা কোনো মৌলভীর স্বাক্ষর নেই বলে আইনের প্রয়োজন অনুযায়ী উক্ত বিবাহের সাক্ষী হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথম আপিল আদালতের সুস্পষ্ট অভিমত ছিল যে, বিবাদী নং ১ - এর মধ্যে কোন বিবাহ হয়নি ও মামলার মূল মালিক সুগিয়া বিবি। তিনি আরও বলেন যে বিয়েকে মোহামেডান আইনের অধীনেও অনুমান করা যায় না শুধুমাত্র বছরের পর বছর ধরে একসাথে থাকার মাধ্যমে এবং সেই অনুযায়ী মো. সোফী/বিবাদী তার সাথে সুগিয়া বিবির দ্বিতীয় বিবাহের বিষয়টি প্রমাণ করতে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছে যেটি তার অনুনয় ছিল এবং তাই সে নিজেকে মামলার সম্পত্তির ক্ষেত্রে সহ-মালিক হিসাবে দাবি করতে পারে না এবং মামলার সম্পত্তিতে তার কোন মর্যাদা নেই, কারণ আসল জমির ভদ্রমহিলা বিবাদী নং ১-এর পক্ষে লাইসেন্স মঞ্জুর করেছেন, একটি কক্ষে অর্থাৎ মামলা প্রাঙ্গনে থাকার জন্য এবং বলেছেন যে লাইসেন্সটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে ১৯৭৯ সালে বাতিল হয়ে গেছে

লাইসেন্স প্রদানকারীর মৃত্যু এবং তারপর থেকে বিবাদী একজন অনুপ্রবেশকারী মামলা সম্পত্তিতে।

৮। মামলার সম্পত্তির বিষয়ে বাদী কর্তৃক স্বত্ব অধিগ্রহণের বিষয়ে কাজ করার সময় প্রথম আপিল আদালত পর্যবেক্ষণ করেন যে বাদী ইচ্ছার জোরে মোহামেডান আইনের অধীনে এক তৃতীয়াংশ অংশ অর্জন করেছিলেন কিন্তু বাদীও মামলার অবশিষ্ট দুই তৃতীয়াংশের মালিক হন অন্যান্য আইনি উত্তরাধিকারী হিসাবে সম্পত্তি যেমন বিবাদী নং ২ উহ্য সম্মতি দিয়েছিল। নীচের আদালত আরও বলেছে যে যে কোনও ক্ষেত্রে, নিবন্ধিত ইচ্ছার জোরে, বাদী মামলার সম্পত্তিতে কমপক্ষে এক তৃতীয়াংশ অংশের মালিক হন এবং সহ-ভাগীদার হওয়া সত্ত্বেও, তিনি উচ্ছেদের জন্য মামলা করার অধিকারী অনুপ্রবেশকারী / বিবাদী / মো. সোফি, যার সম্পত্তির প্রতি কোন আগ্রহ নেই, কারণ নিষ্পত্তিকৃত আইন অনুসারে সহ-ভাগীর যেকোন ব্যক্তির উচ্ছেদ এবং নিষেধাজ্ঞার জন্য মামলা করার অধিকার রয়েছে। এই বিষয়টির পরিপ্রেক্ষিতে নীচের আদালত ট্রায়াল কোর্ট কর্তৃক প্রদত্ত রায়কে স্থগিত করে এবং বিবাদীকে ১ এর থেকে উচ্ছেদ করে মামলার সম্পত্তির খাস দখল পুনরুদ্ধারের জন্য একটি ডিক্রি মঞ্জুর করে।

৯। আপীলকারীদের পক্ষে উপস্থিত হয়ে মিঃ রায় বিজ্ঞ আইনজীবী দাবী করেন যে প্রথম আপীল আদালত ট্রায়াল কোর্টের রায় বিবেচনায় নেওয়ার সময় ব্যর্থ হয়েছে এবং সুগিয়া বিবি এবং মোঃ এর মধ্যে সম্পর্কের বিষয়ে কোনও ইস্যু তৈরি করা হয়নি তা বিবেচনায় অবহেলা করেছে সোফি বা এই ধরনের সম্পর্কের পূর্ববর্তী টাইটেল স্যুট নম্বরে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি ১৯৭৫ সালের ৪০১ নম্বরে সুগিয়া বিবি ও মো. সোফি এবং সেই হিসাবে পক্ষগুলির মধ্যে সম্পর্কের ইস্যুতে কোনও বিচারের প্রশ্নই আসে না অথবা তাদের বিয়ে। তিনি আরও দাবি করেন যে বিবাদী নং ১ সুগিয়া বিবির সাথে তার বিবাহ প্রমাণ করেছে যা ২২শে জানুয়ারী, ১৯৬৭ সাক্ষী এবং ইমাম এবং বিবাহ নিবন্ধকের উপস্থিতিতে হয়েছিল। ডি ডবলু - ২

১৯৬৭ সালের বিয়ের রেজিস্টার বই নিয়ে আদালতে হাজির হয়ে বিয়ের পক্ষে জবানবন্দি দেন। উল্লেখ্য, ১৯৬৭ সালের ২২ জানুয়ারি তিনজন সাক্ষীর উপস্থিতিতে বিয়ে হয়, একজন হলেন আইনজীবী মো. বসির ও দুই সাক্ষী হলেন সফিউল্লাহ ও নাসার আহমেদ। উল্লেখিত বিয়ের রেজিস্টার উর্দুতে পূরণ করা হয়েছিল এবং বিবাহ নিবন্ধক এবং ইমাম কর্তৃক বিবাহের শংসাপত্র দেওয়া হয়েছিল। তিনি আরও দাখিল করেছেন যে মুসলিম আইনে বিবাহকে বৈধ করার জন্য বিবাহ নিবন্ধনের প্রয়োজন নেই এবং একটি মুসলিম বিবাহ প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা বা প্রত্যক্ষ প্রমাণের অভাবে দীর্ঘস্থায়ী সহবাস বা সন্তানের পিতৃত্বের পুরুষের দ্বারা স্বীকৃতি বা স্বীকৃতির মাধ্যমে প্রমাণ করা যেতে পারে এই স্বীকৃতির মাধ্যমে যে নির্দিষ্ট মহিলাটি তার স্ত্রী।

১০। বিজ্ঞ নীচের আদালত এই ধারণে ভুল করেছে যে পক্ষের মধ্যে বিবাহকে মোহামেডান আইনের অধীনে অনুমান করা যায় না শুধুমাত্র বছরের পর বছর ধরে একসাথে থাকার মাধ্যমে। তিনি আরও যুক্তি দিয়েছিলেন যে বাদীর নিজের প্রদর্শ – ১ সম্পর্কে কোনও জ্ঞান ছিল না এবং প্রকৃতপক্ষে প্রদর্শ – ১ যা তার পক্ষে সম্পাদিত হয়েছিল তা আসলে একটি উইল ছিল তবে তিনি এটিকে বিক্রয়ের একটি নিবন্ধিত দলিল হিসাবে বিবেচনা করেছিলেন এবং তাই কোনও প্রশ্নই ওঠে না মৃত উইলকারীর উত্তরাধিকারীর কাছ থেকে তার মেয়ে হওয়ার জন্য অনুমতি নেওয়ার জন্য, প্রফোমা বিবাদী এবং পূর্বোক্ত হিসাবে উইলকারীর সম্পূর্ণ সম্পত্তির ক্ষেত্রে মৃত্যুদন্ড কার্যকর করা হবে আইনের দৃষ্টিতে কার্যকর নয় এবং প্রত্যাখ্যান করা দায়বদ্ধ। এই প্রেক্ষাপটে নীচের আদালত ভুল ছিল যে কোনও অন্তর্নিহিত সম্মতি ছিল। উত্তরাধিকারীর সম্পূর্ণ সম্পত্তির উইল করার ক্ষেত্রে শুধুমাত্র নীরবতা পালন করা সম্মতি হতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে তার কোন উইল সম্পাদন সম্পর্কে কোন জ্ঞান ছিল না বা বাদী সহ কেউ তাকে অবহিত করেননি এবং তাই কোন ঘটনা ঘটেনি

তার মৃত্যুর পর উইলকারীর উল্লিখিত উত্তরাধিকারীর দ্বারা কোন সম্মতি দেওয়ার সুযোগ যা পক্ষগুলির আবেদন এবং পি ডবলু - ১ এর প্রমাণ থেকে স্পষ্ট।

১১। মিঃ রায় আরও দাবি করেন যে বিবাদী কখনোই পূর্বের মালিক সুগিয়া বিবির অধীনে লাইসেন্সধারী ছিলেন না এবং প্রকৃতপক্ষে তিনি সুগিয়া বিবিকে ভাড়া পরিশোধ করেছিলেন এবং গত দুই বছর ধরে তিনি কোনো ভাড়া পরিশোধ করেননি। প্রকৃতপক্ষে সুগিয়া বিবি বিবাদীকে "তার অধীনে পুরানো ভাড়াটিয়া" বলে স্বীকার করেছেন যা স্পষ্ট পূর্ববর্তী স্বত্ব স্যুট নং এ গৃহীত রায় থেকে দলগুলোর মধ্যে ৪০১/১৯৭৫ এবং উল্লিখিত সত্যটি টিএ -এর রায়ে পুনর্ব্যক্ত করা হয়েছিল ১৯৭৯ এর ৪৬৭ এবং বর্তমান আপীলকারী/বিবাদীর বিরুদ্ধে লাইসেন্সধারীকে উচ্ছেদের জন্য এই ধরনের মামলা মিথ্যা বলে না এবং এই সমস্ত বিবেচনা করে নীচের আদালতের সিদ্ধান্ত আইনের দৃষ্টিতে খারাপ এবং অনুমান ও অনুমানের ভিত্তিতে করা হয়েছে এবং খারিজ করা দায়বদ্ধ।

১২। মিঃ ঘোষ ১৯৯৬ (১) সিএলজে ৫৫৭ (রাধা প্রসাদ শর্মা বনাম শ্রীমতী বেজয় সেট) মামলার সম্পত্তির ক্ষেত্রে বিবাদী একজন ভাড়াটিয়া ছিলেন বলে ১৯৯৬ সালে রিপোর্ট করা রায়ের উপর নির্ভর করে উত্তরদাতাদের পক্ষে উপস্থিত হয়ে কৌঁসুলি শিখেছেন তিনি ০১.০২.১৯৮৫ তারিখে বাদী কর্তৃক প্রেরিত উচ্ছেদের নোটিশের জবাব দিতেন এবং মো. সাফি প্রমাণ করতে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়েছিলেন যে তিনি কখনই মামলার সম্পত্তির ভাড়াটে ছিলেন না। ২০১৮ (৩) সিএইচএন কাল ২১৩ (বিশ্বনাথ দাস বনাম কেশব দুবে) রিপোর্ট করা এই আদালতের একটি কো-অর্ডিনেট বেঞ্চের অন্য একটি রায়ের উপর নির্ভর করে তিনি দাবি করেছিলেন যে ০১.০২.১৯৮৫ তারিখের নোটিশটি প্রদর্শ ৪ হিসাবে চিহ্নিত অবশিষ্ট রয়েছে আপীলকারীর পক্ষ থেকে অপ্রতিদ্বন্দ্বী এবং ১৯৮৬ সালে লাইসেন্সধারীকে উচ্ছেদের জন্য মামলা দায়ের করা হয়, যখন তিনি নোটিশের শর্তাবলী পালন করতে ব্যর্থ হন।

১৩। তিনি আরও দাবি করেন যে লিখিত বিবৃতিতে আপিলকারীর পূর্বসূরির স্বার্থে বলা হয়েছে যে সুগিয়া বিবি ১৬টি কুঁড়েঘর বিক্রি করেছে

২১.০৪.১৯৭২ তারিখে একটি রেজিস্টার্ড কনভেয়েন্স ডিড দ্বারা ৩ কাঠা জমির একটি এলাকা যা পরবর্তীতে আদালত কর্তৃক বাতিল ঘোষণা করা হয়। বাদী/উত্তরদাতারা তাদের মামলার সমর্থনে বিভিন্ন নথির উপর নির্ভর করে যার মধ্যে নিবন্ধিত উইল এবং রায় এবং ডিক্রি পূর্ববর্তী টি এস ১৯৭৫ সালের ৪০১ এবং টি এ -তে রায় দেওয়া হয় ৪৬৭ অফ ১৯৭৯ সেই মামলা থেকে উদ্ভূত এবং এ ডি কার্ড সহ নোটিশ এবং পোস্টাল রসিদ, প্রদর্শ ৪ হিসাবে চিহ্নিত। তিনি আরও দাবি করেন যে বাদী বাদী হতে পারে যে ২৮.০৭.১৯৭৮ তারিখের নিবন্ধিত দলিলের ভিত্তিতে সুগিয়া বিবি বাদী মালিক হয়েছেন সম্পত্তির কিন্তু এই ধরনের দরখাস্তকে বস্তুগতভাবে দেখা উচিত এবং এই প্রসঙ্গে তিনি এ আই আর ১৯৫৫ এস সি ৫৯০-এ রিপোর্ট করা একটি রায়ের উপর নির্ভর করেছিলেন। ২০০৭ (১১) এস সি সি ৭৩৬ / এআইআর ২০০৭ এসসি ২৩৪৯ (নারায়ণ প্রসাদ এ নারায়ণ প্রসাদ এর রাজ্য এ ওয়ালগার) এ রিপোর্ট করা একটি রায় উল্লেখ করে এমপি) তিনি যুক্তি দিয়েছিলেন যে মাফসসাল দরখাস্তকে কঠোরভাবে ব্যাখ্যা করা উচিত নয় এবং এটি অবশ্যই তাদের সম্পূর্ণরূপে ব্যাখ্যা করা উচিত (২০০৪) ৩ এসসিসি১৩৭-এ প্রকাশিত সুপ্রিম কোর্টের রায়ের উল্লেখ করে তিনি দাবি করেছিলেন যে ত্রাণ বিবেচনা করে দাবি করা হয়েছে যে বক্তব্যের অর্থ সেই অর্থে বিভাগীয়করণ বা পৃথকীকরণ নয়। বর্তমান মামলায় বিবাদী কোনো ভাড়ার রশিদ প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়েছে যে তিনি মামলার সম্পত্তির যে কোনো সময়ে ভাড়াটে ছিলেন। এই প্রসঙ্গে তিনি ২০১৪ (৩) সিএইচএন এসসি ৫৭ (প্রফুল্ল মনোহর রিলে বনাম কে.এন. ঘোষাল কর) শীর্ষ আদালতের পর্যবেক্ষণের উপর নির্ভর করেছিলেন। তিনি ২০০৬ ৩ সিএইচএন ১ (তরুমনি মন্ডল বনাম প্রফুল্ল কে. মন্ডল) রিপোর্ট করা আরেকটি রায়ের উপরও নির্ভর করেছিলেন। তিনি আরও দাবি করেন যে বিবাহের শংসাপত্র বি চিহ্নিত প্রদর্শতে সুগিয়া বিবির স্বাক্ষর নেই। এতে কোনো সাক্ষী স্বাক্ষর রাখেনি তদুপরি ট্রায়াল কোর্ট বলেছে যে বিবাহ প্রমাণিত না হলে বিবাদী নং-১ মামলার সম্পত্তির মালিক হতে পারবেন না।

সেই ফলাফলের বিরুদ্ধে ক্রস আপিল নেই আপীলকারী এখানে প্রথম আপীল আদালতে করেছেন। ইমাম অর্থাৎ ডি ডবলু২ বলেছেন যে তিনি সুগিয়া বিবিকে দেখেননি এবং মোঃ সম্পর্কে তার কোন ব্যক্তিগত জ্ঞান নেই সোফি এবং তিনি বিবাদী নং-১ কে ব্যক্তিগতভাবে দেখেননি। যুক্তি দেওয়া হয় যে সুন্নি আইনে বিবাহের আগে প্রস্তাব ও গ্রহণযোগ্যতা আবশ্যক। বাধ্য হয়ে বা ইচ্ছা ছাড়া বিয়ে করা বৈধ যদি উপযুক্ত মোহরানার জন্য করা হয় এবং তার সমতুল্য কোনো পুরুষের সাথে। বিবাহের বৈধতার জন্য দু'জন পুরুষ বা একজন পুরুষ এবং দু'জন মহিলা সাক্ষী আবশ্যক।

১৪। তিনি আরও যুক্তি দিয়েছিলেন যে মোহামেডান আইনের অধীনে বিবাহ একটি ধর্মানুষ্ঠান নয় বরং পারস্পরিক বাগদানের জন্য বিপরীত লিঙ্গের দুটি পক্ষের মধ্যে একটি দেওয়ানী চুক্তি এবং একে "নিকাহ" বলা হয়। সুতরাং নীচের আদালত সঠিকভাবে বলেছে যে উভয় পক্ষের মধ্যে বিবাহ হয়নি। প্রমানিত হয়েছে বাদী সাক্ষী বাক্সে কথিত বিবাহের অন্য সাক্ষী রাখেননি। প্রকৃতপক্ষে জাইগুনেসা/প্রফর্মা বিবাদী নং ২ পূর্বের মামলায় প্রমাণ যোগ করেছেন এবং বলেছেন যে ডিডব্লিউ ১ যিনি বিবাদী নং ১ তার মায়ের কাছ থেকে স্যুট হাউসের কোন অংশ ক্রয় করেননি এবং পূর্বের মামলায় তিনি স্পষ্টভাবে বলেছেন যে। তিনি আরও যুক্তি দিয়েছিলেন যে যেখানে প্রথম আপীল আদালতের দ্বারা বিবাহ সম্পর্কিত তথ্য পাওয়া গেছে, সেই অনুসন্ধানটি উভয় পক্ষের মধ্যে বিচারপ্রার্থী হিসাবে কাজ করবে এবং এই প্রেক্ষাপটে তিনি এআইআর ১৯৩২ পি সি ৫০-এ প্রকাশিত গোপনীয় কাউন্সিলের রায়ের উপর নির্ভর করেছিলেন। তাই আপিলকারীর বিবাদী মো. সুগিয়া বিবির স্বামী সফিকে মেনে নেওয়া যায় না। তিনি আরও দাবি করেন যে এটির পক্ষে কার্যক্রম কার্যকর করা হবে

এখানে উত্তরদাতাদের পূর্বসূরি হল একটি মোহামেডান উইল এবং ভারতীয় উত্তরাধিকার আইনের ধারা ২১৩ এর অধীনে, উইলের প্রমাণ না পেয়ে উত্তরাধিকারীর অধিকার আইনের যেকোন আদালতে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে এবং সেই অনুযায়ী জামরাতি/বাদীর মালিকানা স্পষ্টভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং বিপরীতে আসামী আপীলকারী তার মামলার সম্পত্তিতে থাকার অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হয়েছে, এবং এইভাবে নীচের আদালত বাদীর পক্ষে মামলাটি যথাযথভাবে ডিক্রি করেছে যা দ্বিতীয় আপীলে হস্তক্ষেপের আহ্বান জানায় না।

কারণ সহ সিদ্ধান্ত

এই আদালতের একটি কো-অর্ডিনেট বেঞ্চ তার ১৩.০১.২০২০ তারিখের আদেশের মাধ্যমে বিচারের জন্য আইনের নিম্নলিখিত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলি প্রণয়ন করতে পেরে খুশি হয়েছি৷

(১) বিজ্ঞ প্রথম আপীল আদালত বিবাদী নং ১ ধারণ করার ক্ষেত্রে আইনে যথেষ্ট ত্রুটি করেছে কিনা সুকিয়া বিবির স্বামী ছিলেন না, যেহেতু মৃত, মামলার সম্পত্তির আসল মালিক এবং আপীলকারী এবং মামলার সম্পত্তির মূল মালিকের মধ্যে এই ধরনের সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে তাকে মামলার সম্পত্তির ক্ষেত্রে লাইসেন্সধারী হিসাবে গণ্য করা যায় না।

(২) নীচের বিজ্ঞ আদালত বিবাদী নং ১ / আপীলকারী ক্রয়ের দলিলের মাধ্যমে মামলা সম্পত্তির উপর স্বাধীন অধিকার, শিরোনাম এবং স্বার্থ অর্জন করেছে, যা সুকিয়া বিবির পক্ষে তার পক্ষে কার্যকর করা হয়েছে তা ধরে রাখতে অস্বীকার করার ক্ষেত্রে আইনে যথেষ্ট ভুল হয়েছে কিনা।

(৩) বিজ্ঞ প্রথম আপীল আদালত মোহামেডান আইনের নীতিগুলি বিবেচনা না করে সুকিয়া বিবি কর্তৃক তার পক্ষে সম্পাদিত একটি উইলের জোরে বাদীকে সমগ্র মামলার সম্পত্তির মালিক বলে ধরে নিয়ে আইনে যথেষ্ট ভুল করেছেন কিনা যে মোহামেডান আইনে বর্ণিত অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া খরচ এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় খরচ রেখে যাওয়ার পরে একজন মোহামেডান তার সম্পত্তির ১/৩ অংশের বেশি উইল করতে পারবে না।

১৫। উচ্ছেদের জন্য বর্তমান মামলায় উত্তরদাতাদের পূর্বসূরীর বিরুদ্ধে দখল পুনরুদ্ধার চেয়ে এখানে পূর্বোক্ত টি.এস. ১৯৮৬ সালের ২৪০ নং, বিবাদী নং ১ / আপীলকারীরা একটি লিখিত বিবৃতি দাখিল করেন এবং লিখিত বক্তব্যের ৭ অনুচ্ছেদে বিবাদী নং ১ অর্থাৎ মো. সোফি স্বীকার করেছেন যে মামলার সম্পত্তি মূলত সুগিয়া বিবির ছিল এবং তিনি আরও স্বীকার করেছেন যে এই

কারণে সুগিয়া বিবি এবং এক হাসানের মধ্যে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়, জয়গুন্নেসা নামে একটি কন্যা জন্মগ্রহণ করেন যিনি উক্ত মামলার ২ নং প্রফর্মা বিবাদী। বর্তমান আপীলে আপীলকারীরা প্রাথমিকভাবে বাদীর অবস্থানকে পূর্বোক্ত মামলাটি দায়ের করার জন্য চ্যালেঞ্জ করেছেন, দাবি করেছেন যে বাদী জুমরাতির সম্পত্তিতে কোন অধিকার স্বত্বের আগ্রহ নেই। বিচার চলাকালীন বাদী/উত্তরদাতারা দাখিল করেছেন (i) বাদীর নামে ২৮.০৭.৭৮ তারিখে নথিভুক্ত করা হয়েছে প্রদর্শ ১ (ii) রায় এবং ডিক্রি পাস করা হয়েছে ১৯৭৫ সালের ০২.০৪.৭৯ তারিখের নং ৪০১ প্রদর্শ ২ হিসাবে চিহ্নিত (iii) ১০.০৪.১৯৮০ তারিখের রায় এবং ডিক্রি ১৯৭৯ সালের টিএ নং ৪৬৭-এর ক্ষেত্রে গৃহীত হয়েছে প্রদর্শ ৩ হিসাবে চিহ্নিত, (iv) নোটিশের একটি পোস্টাল কপি সহ / ডি কার্ড চিহ্নিত প্রদর্শ – ৪ (v) এবং অধিকার এবং মিউনিসিপ্যাল অ্যাসেসমেন্ট রেজিস্টার এবং ট্যাক্স প্রাপ্তির রেকর্ডের এন্ট্রি যা প্রদর্শ ৬-১১ হিসাবে চিহ্নিত।

১৬।বাদীর পক্ষে সুগিয়া বিবি দ্বারা নিবন্ধিত উইল সম্পাদন করা হবে (প্রদর্শ ১ হিসাবে চিহ্নিত) প্রাথমিকভাবে মামলা দায়ের করার জন্য বাদীর অবস্থান দেখায়। যাইহোক, বিবাদী নং ১ / আপীলকারী যুক্তি দেন যে বাদী মোল্লার মোহামেডান আইনের ১১৮ এর নীতি অনুসারে পূর্বোক্ত স্বীকৃত মালিক সুগিয়া বিবির দ্বারা উল্লিখিত উইল সম্পাদনের বৈধতা এবং বৈধতা প্রমাণ করতে পারেনি, যেখানে এটি বিশেষভাবে বলা হয়েছে যে কোন মোহামেডান অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ব্যয় এবং অন্যান্য ঋণ পরিশোধের পরে উইলের মাধ্যমে তার সম্পত্তির ১/৩ ভাগের বেশি উইল করতে পারবে না এবং অধিকন্তু প্রফর্মা বিবাদী উক্ত নির্বাহী সুকিয়া বিবির কন্যা, মৃত্যুর পরে তার সম্মতি দেননি। তার মায়ের উপরোক্ত উইলটি সম্পূর্ণরূপে কার্যকর করার জন্য।

১৭। যুক্তিতর্ক চলাকালীন বাদী স্পষ্টভাবে পূর্বোক্ত প্রোফর্মা আসামী কর্তৃক সম্পাদিত মুক্তির একটি নিবন্ধিত দলিলের উপর নির্ভর করেছেন

জয়গুন্নেছা বিবি ০৬.০৩.১৯৮৯ তারিখে ঘোষণা করেন যে মো. সোফি সুকিয়া বিবির স্বামী ছিলেন না এবং সেই সুকিয়া বিবি ২৮.০৭.১৯৭৮ তারিখে উইলটি সম্পাদন ও রেজিস্ট্রি করেছিলেন এবং এর মাধ্যমে তার সম্পত্তি সম্পূর্ণরূপে বাদী/জামরাতিকে দান করেন যার প্রতি বিবাদী নং ২ এর সম্পূর্ণ সম্পত্তি বাদী জামরাতিকে দিতে কোন আপত্তি ছিল না এবং তা সুকিয়া বিবির রেখে যাওয়া সম্পত্তির ব্যাপারে তার কোনো দাবি বা আইনি অধিকার নেই।

১৮। এটা স্পষ্ট যে বাদীর পক্ষে মূল মালিক সুকিয়া বিবি কর্তৃক সম্পাদিত উইল এবং প্রদর্শ ১ হিসাবে চিহ্নিত করা প্রফর্মা বিবাদী/জাইগুন্নেসা কখনই আপত্তি করেনি। বাদী পূর্বোক্ত নিবন্ধিত উইলের মাধ্যমে তার অবস্থান দাবি করেছেন এবং উত্তরাধিকার আইন ১৯২৫ এর ধারা ২১৩ স্পষ্টভাবে অনুমান করে যে একটি মোহামেডান উইলের ক্ষেত্রে, নির্বাহক বা উত্তরাধিকারী হিসাবে অধিকার প্রয়োগ করার জন্য আদালত কর্তৃক প্রবেট মঞ্জুর করার প্রয়োজন নেই।

১৯। উপরোক্ত আলোচনা থেকে এবং বাদীর দ্বারা নির্ভরযোগ্য নথিগুলির পরিপ্রেক্ষিতে এবং উপরে উল্লিখিত হিসাবে প্রদর্শ হিসাবে চিহ্নিত, আমি প্রথম আপীল আদালতের পর্যবেক্ষণে কিছু ভুল খুঁজে পাই না যে যে কোনও ক্ষেত্রে, উল্লিখিত ইচ্ছাশক্তির দ্বারা (চিহ্নিত প্রদর্শ ১) বাদী সম্পত্তির কমপক্ষে ১/৩য় ভাগের মালিক হয়েছেন এবং সবচেয়ে খারাপ ক্ষেত্রে সম্পত্তির সহ-ভাগীদার হওয়াতে তিনি একাই উচ্ছেদের জন্য মামলা আনার অধিকারী, যদি না অন্য সহ-ভাগীর দ্বারা আপত্তি না হয়। বর্তমান মামলায় বাদী যদিও পূর্বোক্ত জয়গুন্নেছাকে পক্ষ হিসেবে অভিযুক্ত করেছেন কিন্তু তিনি কখনোই বিবাদী কর্তৃক বিবাদী নং-১ এর বিরুদ্ধে আনীত উচ্ছেদের মামলায় আপত্তি করেননি। বিপরীতে জাইগুন্নেসা কর্তৃক সম্পাদিত মুক্তির নথিভুক্ত দলিল ছাড়াও ১৯৭৬ সালের টি এস ৪০১-এ ডি ডবলু – ২ হিসাবে তার প্রমাণ থেকে বোঝা যায় যে জামরাতি/বাদীকে সম্পূর্ণ সম্পত্তি দিতে তার কোনো আপত্তি নেই। তদনুসারে বলা যেতে পারে যে বাদী বিবাদীদের বিরুদ্ধে উচ্ছেদের মামলা দায়ের করতে তার অবস্থান প্রমাণ করতে সফল হয়েছেন।

২০। এখন বিবাদী নং ১ তার মামলার স্বপক্ষে লিখিত বক্তব্য দাখিল করে দ্বিগুণ আর্জি গ্রহণ করেছে। লিখিত বক্তব্যের ৭ অনুচ্ছেদে তিনি দাবি করেন যে স্বীকারোক্তিমূলক মূল মালিক সুগিয়া বিবি তার জীবদ্দশায় মামলার সম্পত্তি সহ অন্যান্য সম্পত্তি বিবাদী নং ১ মো. মূল্যবান বিবেচনায় ২১.০৪.১৯৭২ তারিখের একটি নিবন্ধিত দলিল দ্বারা সাফি এবং যে সুগিয়া বিবি বিবাদী নং ১ এর সাথে দ্বিতীয়বার বিবাহ করেছিলেন এবং সুগিয়ার মৃত্যুর পরে তিনি সুগিয়ার কন্যার সাথে আইনগত উত্তরাধিকারী ছিলেন, সমগ্র সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন।

২১। বর্তমান প্রেক্ষাপটে এটা বিতর্কিত নয় যে সুগিয়া বিবি নিজেই টি.এস. ১৯৭৫ সালের ৪০১ নং একটি ঘোষণার জন্য কোবালদের দুটি কাজ কথিতভাবে ২১.০৪.১৯৭২ তারিখে কার্যক্রম কার্যকর ও নিবন্ধিত বাদী সুগিয়া বিবির উপর বাধ্যতামূলক নয় এবং একটি ঘোষণার জন্য বিবাদী নং ১/মো. সোফি, এখানে আপীলকারীর পূর্বসূরি-স্বার্থ, মামলার সম্পত্তি এবং নিষেধাজ্ঞার জন্য কোনও অধিকার স্বত্বের আগ্রহ নেই। উল্লেখ্য, ওই মামলায় বাদী সুগিয়া বিবি নিজেকে মৃত হাকিম ইদু হাসানের স্ত্রী বলে উল্লেখ করেছেন। নিকাহনামা যার দ্বারা আসামী নং. ১ নিজেকে সুগিয়া বিবির স্বামী বলে দাবি করেছে ২২শে জানুয়ারী, ১৯৬৭ তারিখ। টি.এস. ১৯৭৫ সালের ৪০ নং চূড়ান্তভাবে ০২.০৪.১৯৭৯ তারিখে বাদীর পক্ষে ডিক্রি করা হয়েছিল যার মাধ্যমে ২১.০৪.১৯৭২ তারিখের উল্লিখিত দুটি কাজকে বেআইনি বলে ঘোষণা করা হয়েছিল এবং বাদীর জন্য বাধ্যতামূলক নয় কারণ এটি প্রতারণার মাধ্যমে সম্পাদিত হয়েছিল। উক্ত রায়ের বিরুদ্ধে আপিল পছন্দ করা হয়েছে। ১৯৭৯ সালের ৪৬৭ নং টি এ কিন্তু বিজ্ঞ আপীল আদালত উক্ত রায়টি নিশ্চিত করেছেন এবং এর ফলে ট্রায়াল কোর্টের ঘোষণা যে ২১.০৪.১৯৭২ তারিখের কাজগুলি বেআইনি এবং বাদীর জন্য বাধ্যতামূলক নয়, এটি চূড়ান্তভাবে প্রাপ্ত হয়েছে এবং বিষয়টির পরিপ্রেক্ষিতে বিবাদী নং ১ মোঃ সাফির মামলায় মালিকানা দাবি করার কোনো অধিকার থাকতে পারে না ২১.০৪.১৯৭২ তারিখের উক্ত দলিল দ্বারা সম্পত্তিতে।

২২। এখন এখানে জড়িত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হল বিবাদী নং ১ সুগিয়া বিবির মৃত্যুর পর তার দ্বিতীয় স্বামী হওয়ায় মামলার সম্পত্তিতে খেতাব অর্জন করেছিলেন কিনা। ইতিমধ্যেই উল্লেখ করা হয়েছে যে বিবাহের শংসাপত্র যেটির দ্বারা বিবাদী নং ১ নিজেকে সম্পত্তির আসল মালিক সুগিয়া বিবির স্বামী হিসাবে দাবি করেছে তা দেখায় যে বিবাহটি ২২শে সেপ্টেম্বর, ১৯৬৭ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এখন সুগিয়া ২১.০৪ তারিখের দলিল বাতিলের জন্য মামলা দায়ের করেছে। ১৯৭২ সালে বিবাদীর বিরুদ্ধে ১ নং মো. ১৯৭৫ সালে সোফি নিজেকে প্রয়াত হাকিম ইদু হাসানের বিধবা বলে বর্ণনা করেন। বাদীর ৪ অনুচ্ছেদে উল্লিখিত মামলায় তিনি স্পষ্টভাবে বলেছেন যে বিবাদী নং ১ অর্থাৎ মো. সোফি তার পুরানো ভাড়াটিয়া এবং বাদী একজন পুরানো নিরক্ষর "বিধবা" যার বিবাদী নং ২ ছাড়া অন্য কোন সম্পর্ক নেই, বিবাদী নং ১ বাদীর সাথে যোগাযোগ করে এবং বাদীকে আশ্বস্ত করেছিল যে সে অদূর ভবিষ্যতে তাকে বিয়ে করবে (নিকাহ)। তিনি বাদীর উল্লিখিত অনুচ্ছেদে আরও উল্লেখ করেছেন যে বিবাদী নং ১ আসলে বাদীর স্বামী হওয়ার ভুয়া এবং সে তার উপর তার অযাচিত প্রভাব ফেলেছিল এবং সে বিবাদী নং ১ এর প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে ওঠে এবং তাকে তার সাথে বসবাস করার অনুমতি দেয়। তার নিজের রুম তার হিসাবে স্বামী । বিবাদী নং ১ মো. সাফি তার লিখিত বিবৃতিতে বাদীর অনুচ্ছেদটি মোকাবেলা করেননি বা নির্দিষ্টভাবে প্রত্যাখ্যান করেননি তার মধ্যে।

২৩। বাদীতে এই ধরনের বিরোধিতা করা হয়েছিল ১৯৭৫ সালে এবং যদি তা হয় তবে ২২.০১.১৯৬৭ তারিখের নিকাহ-নামা যার দ্বারা বিবাদী নং ১ নিজেকে সুগিয়ার স্বামী হিসাবে দাবি করেছিল বিশ্বাসযোগ্য নয়৷ বিচারিক আদালত এ বিষয়ে শুনানি করতে গিয়ে বলেন, বিয়ে প্রমাণিত না হলে তা

বিবাদী নং ১ বিয়ে করে মামলার সম্পত্তির মালিক হওয়া যাবে না। তবে বিজ্ঞ বিচার আদালত এই পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে ডিক্রি দিতে অস্বীকৃতি জানায় যে ইসলামিক আইনের অধীনে একজন উইলকারী অন্য সহ-ভাগীর সম্মতি ব্যতিরেকে ১/৩ ভাগের বেশি উইল করতে পারে না, তাই বাদী নিজেকে নিরঙ্কুশ মালিক হিসাবে দাবি করতে পারে না এবং যার জন্য বাদী নয় ডিক্রি পাওয়ার অধিকারী। ট্রায়াল কোর্ট কর্তৃক প্রদত্ত পর্যবেক্ষণের বিরোধিতা করে আপিল আদালত স্পষ্টভাবে বলেছে: -

"বিবাদী নং ১ মো. সাফি নিজেকে আসল বাড়িওয়ালার দ্বিতীয় স্বামী বলে দাবি করেন এবং এই মামলাটি প্রমাণ করার জন্য তিনি একটি বিবাহের সনদ তৈরি করেছিলেন। যুক্তি-তর্কের সময় উত্তরদাতা নং ১ দ্বারা কার্যত স্বীকার করা হয়েছে যে কোন নিকাহ হয়নি। পালিত হয়েছে কিন্তু অবিচ্ছিন্ন সহবাসের মাধ্যমে বিবাহের সনদপত্র দাখিল করা হয়েছে তাকে বৈধ দলিল হিসেবে গণ্য করা যাবে না কারণ এতে দুই নারী সাক্ষীর স্বাক্ষর নেই বা স্বয়ং মৌলবী সংবিধির প্রয়োজন অনুসারে, এই বিবাহের সনদটি বিবাদী নং-১ দ্বারা পূর্বের মামলায় উত্থাপন করা হয়নি এবং বর্তমানে তাকে এর উপর কোনো সুবিধা দাবি করা থেকে বিরত রাখা হবে। তার মামলায় কাজ করবেন, তদুপরি, শিয়ালদহের বিদ্বান মুন্সেফের ৪র্থ আদালতের ৪০১ নং টাইটেল মামলার ৭৯ নং টাইটেল আপিলের ডিক্রি থেকে জানা যায়, ওই মামলার বাদী সুগিয়া বিবি। বিয়ের কথা অস্বীকার করে বিবাদী নং ১ মো. নিকাহ ফরমের অধীনে সাফী। এই সমস্ত পরিস্থিতি এবং রেকর্ডে থাকা দালিলিক প্রমাণের পরিপ্রেক্ষিতে এবং সংবিধির আইনগত নীতিগুলি বিবেচনা করে, আমি স্পষ্টভাবে অভিমত যে বিবাদী নং ১ এবং মূল মালিক সুগিয়া বিবির মধ্যে কোন বিবাহ সংঘটিত হয়নি। বিয়েকে মহম্মদ আইনের অধীনেও একত্রে বছরের পর বছর ধরে অবিচ্ছিন্ন সহবাসের মাধ্যমে পালিত হয়েছে বলা যায় না। তাই বিবাদী নং ১, মো. সোফি তার অনুরোধে দ্বিতীয় বিয়ে প্রমাণ করতে একেবারেই ব্যর্থ হয়েছেন। অতএব, তিনি দ্বিতীয় স্বামীর সাথে তার কথিত সম্পর্কের জোরে বা ইতিমধ্যে অবৈধ হিসাবে ঘোষিত কথিত বিক্রয়ের কারণে সম্পত্তির কোন অংশের সহ-মালিক হিসাবে দাবি করতে পারবেন না। তাই বিবাদী নং ১ সম্পত্তির উপর একেবারে কোন মর্যাদা নেই। "

২৪। ১৯৭৫ সালের টাইটেল স্যুট নং ৪০১ এর বাদীতে প্রদত্ত বিরোধিতা উল্লেখ করে এখানে আপীলকারীরা দাবি করেন যে বাদী সুগিয়া বিবি বাদীতে স্বীকার করেছেন যে বিবাদী নং ১ বাদীর সাথে ঘনিষ্ঠতা করেছিলেন এবং মা সাফি আসলে বাদীর স্বামী হওয়ার কথা বলেছিলেন এবং তিনি তার উপর প্রভাব ফেলে এবং সহানুভূতির কারণে সে তাকে তার সাথে বসবাস করতে দেয় তার স্বামী হিসাবে তার নিজের ঘর এবং বাদী হিসাবে উত্তরদাতা অস্বীকার করতে পারে না যে সুগিয়া বিবি বিবাদী নং-১ এর স্ত্রী।

২৫। এটি আইনের মীমাংসিত প্রস্তাবে যে আদালত আবেদনের উপাদানটির দিকে নজর দেবে এবং বিশেষত মাফাসাল আবেদনের ক্ষেত্রে যেখানে আবেদনগুলিকে কঠোরভাবে বোঝানো হবে না তবে এটি সম্পূর্ণরূপে বোঝাতে হবে। বর্তমান ক্ষেত্রে যদি উল্লিখিত বাদীকে সামগ্রিকভাবে পাঠ করা হয় তবে এটি পুরোপুরি পরিষ্কার যে বাদী কখনই বিবাদী নং ১ স্বীকার করেননি স্বামী হিসেবে কিন্তু তিনি স্পষ্টভাবে অভিযোগ করেছেন যে বিবাদী নং ১ আসলে বাদীর স্বামী হওয়ার ভুয়া তাকে অনেকের কাছে আশ্বস্ত করে এবং সহানুভূতির ভিত্তিতে তাকে তার নিজের ঘরে তার সাথে থাকতে দেয়। তিনি যদি বিবাদী ১ কে চিনতেন না। তার স্বামী হিসাবে, তিনি নিজেকে প্রয়াত হাকিম ইদু হাসানের বিধবা হিসাবে বর্ণনা করেননি। যদিও ডিডব্লিউ - ১ হিসাবে বিবাদী নং ১ বলেছেন যে সুকিয়া তাকে তার স্বামী হিসাবে গ্রহণ করেছে তা দেখানোর জন্য তার কাছে কাগজ রয়েছে, কিন্তু বিবাদী নং ১ উক্ত দাবিটিকে প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়েছে।

২৬। মোল্লার মোহামেডান আইনের ২৫২ তে স্থাপিত নীতিটি প্রদান করে যে বৈধ মোহামেডান বিবাহের ক্ষেত্রে (i) বিবাহের পক্ষের পক্ষ থেকে বা তাদের পক্ষে প্রস্তাব দেওয়া উচিত এবং (ii) এবং অন্যের পক্ষে প্রস্তাবটি গ্রহণ করা উচিত। (iii) দু'জন পুরুষ বা একজন পুরুষ এবং দুজন মহিলা সাক্ষীর উপস্থিতিতে এবং শুনানিতে যারা অবশ্যই বুদ্ধিমান এবং প্রাপ্তবয়স্ক হতে হবে মোহামেডানদের (iv) প্রস্তাব এবং সম্মতি উভয়ই একটি সভায় প্রকাশ করতে হবে এবং একটি সভায় প্রস্তাবিত প্রস্তাব এবং অন্য সভায় গৃহীত হওয়া বৈধ বিবাহ গঠন করে না।

২৭। ওই বিয়ের সনদে মো. বশিরকে বকিল এবং শফিউল্লাহ ও নিসার আহমেদকে সাক্ষী হিসেবে দেখানো হয়েছে এবং একজন মো. আবদুর রউফ ইমাম ও বিবাহ নিবন্ধক হিসেবে দেখানো হয়েছে। কামারহাটি মসজিদের বর্তমান ইমাম মো

ডি ডবলু - ২ হিসাবে জবানবন্দি দেন এবং তিনি স্বীকার করেন যে পূর্বোক্ত সাক্ষী আব্দুর রউফ জীবিত কিন্তু বিবাদী নং ১ তাকে বিবাহ প্রমাণের জন্য সাক্ষী হিসাবে আনেনি। ডি ডবলু - ২ হিসাবে উপস্থিত ইমাম স্বীকার করেছেন যে মোঃ সাফি এবং সুগিয়া বিবি তাদের স্বাক্ষর রাখেননি। বলেছেন ডি ডবলু - ২ স্পষ্টভাবে স্বীকার করেছেন যে সমন অনুসারে তিনি শুধুমাত্র বিয়ের রেজিস্টার নিয়ে এসেছেন এবং সুগিয়া বা বিবাদী নং ১ বা বিবাহের সাক্ষীরা কেউই তার পরিচিত নয় এবং তিনি বিবাদী নং ১ কেও দেখেননি। একইভাবে ডিডব্লিউ-৩ মো. বশির, যিনি উল্লিখিত বিয়ের ভকিলের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন, তিনি বলেছেন যে তিনি সুগিয়া বিবির অধীনে একটি ভাড়া বাড়িতে থাকেন এবং বাদী জুমারতি তার বিরুদ্ধে কোনও মামলা করেছেন কিনা তা তিনি জানেন না। স্পষ্টতই তিনি একজন আগ্রহী সাক্ষী, যার প্রমাণ বিবাহের চূড়ান্ত প্রমাণ হিসাবে বিবেচিত হতে পারে না যখন অন্য সাক্ষীরা ডকের মুখোমুখি হননি এবং যখন ডিডব্লিউ - ৩ বলেছিলেন যে ভকিল বলেননি যে তার উপস্থিতিতে প্রস্তাব এবং গ্রহণ করা হয়েছিল।

২৮। এটা সত্য যে বিবাদী নং ১ কর্তৃক দাখিল করা বিয়ের সার্টিফিকেট। আপত্তি ছাড়াই প্রদর্শ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে কিন্তু শুধুমাত্র ফাইল করা বা একটি নথি প্রদর্শন করা এর বিষয়বস্তু প্রমাণ করার পরিমাণ নয়। একটি নথি গ্রহণযোগ্য হতে পারে তবে এতে থাকা এন্ট্রির কোনো সম্ভাব্য মূল্য আছে কিনা তা এখনও মামলার তথ্য ও পরিস্থিতিতে পরীক্ষা করার প্রয়োজন হতে পারে (এ আই আর ২০১০ এস সি ২৯৩৩)। জেরা করার সময় ডি ডবলু ২/ইমাম স্বীকার করেছেন যে তিনি সুকিয়া বিবিকে দেখেননি বা মোঃ সোফি সম্পর্কে তার কোন ব্যক্তিগত জ্ঞান নেই। যাকে দেখেননি। তিনি আরও জানান, মো. সফি ও সুকিয়া স্বাক্ষর করেননি। তদনুসারে বিয়ের সার্টিফিকেট সাক্ষ্য হিসাবে স্বীকার করা হলেও মামলার ঘটনা ও পরিস্থিতি থেকে যখন এর সম্ভাব্য মূল্য পরীক্ষা করা হয় তখন এর কোন সারবত্তা পাওয়া যায় না। বিয়ের সার্টিফিকেটে বলা হয়েছে, বিয়ে হয়েছিল ১৯৬৭ সালের ২২শে জানুয়ারি কিন্তু সুকিয়া বিবি ১৯৭৫ সালে

ঘোষণা এবং নিষেধাজ্ঞার জন্য পূর্বোক্ত মামলা আনা, উপহারের কথিত দলিলকে চ্যালেঞ্জ করে। অতএব, পক্ষগুলির আচরণ স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের সাথেও অসঙ্গতিপূর্ণ ছিল এবং পক্ষগুলির মধ্যে পূর্বোক্ত আইনি লড়াইয়ের সম্পর্ক অস্তিত্বের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় বলে মনে হয়।

২৯। সুন্নি আইন অনুযায়ী বিবাহের আগে প্রস্তাব ও সম্মতি প্রদান করতে হবে। বাধ্যবাধকতা বা ইচ্ছা ব্যতীত বিবাহ বৈধ যদি উপযুক্ত মোহরানার জন্য এবং সমান পুরুষের সাথে করা হয়। বিয়ের বৈধতার জন্য দুইজন পুরুষ বা একজন পুরুষ ও দুইজন নারী সাক্ষী আবশ্যক। মোহামেডান আইনের অধীনে বিবাহ একটি ধর্মানুষ্ঠান নয় বরং পারস্পরিক বাগদানের জন্য বিপরীত লিঙ্গের দুটি পক্ষের মধ্যে একটি নাগরিক চুক্তি এবং একে "নিকাহ" বলা হয়। এখানে বর্তমান ক্ষেত্রে, আপিল আদালতের আগে বিবাহের সনদকে আপিল আদালত প্রদর্শ বি হিসাবে চিহ্নিত করেছিলেন। সুগিয়া বিবির জীবদ্দশায় আগের মামলার পাশাপাশি ট্রায়াল কোর্টে বর্তমান মামলায় কেন এই ধরনের বিবাহের শংসাপত্র দাখিল করা হয়নি তার কোনও ব্যাখ্যা নেই বলে মনে হচ্ছে। ডি ডবলু ২/ ইমাম কথিত বিয়ের সাক্ষী ছিলেন না বা কথিত বিয়ের সময় উপস্থিত ছিলেন না। প্রদর্শ বি থেকে দেনমুহর হিসেবে দেখানো হয়েছে ১২৫/- টাকা কিন্তু ডি ডবলু ২ বলেছে যে দেনমুহর ছিল টাকা ৭৫/- এবং ডি ডবলু ২ স্পষ্টভাবে স্বীকার করেছে যে তিনি সুকিয়া বিবি বা মো. সোফি ডি ডবলু ৩-এর প্রমাণও সুগিয়ার প্রস্তাব বা গ্রহণের কথা বলেনি। কনে সুকিয়া বিবি যে বিয়েতে তার সম্মতি দিয়েছেন তা প্রমাণ করার জন্য সাক্ষীতে দেখানো অন্যান্য ব্যক্তিদের সাক্ষী বাক্সে আনা হয়নি। প্রস্তাবনা এবং গ্রহণযোগ্যতা প্রদানকারী শব্দগুলি অবশ্যই একে অপরের উপস্থিতিতে বা তাদের এজেন্টদের উপস্থিতিতে উচ্চারণ করতে হবে যাদেরকে ওয়াকিল বলা হয়। এই প্রয়োজনীয়তার তাত্পর্য এই যে চুক্তির দ্বারা বোঝা উচিত

উভয় পক্ষের। আগের স্যুটে টি.এস. ১৯৭৫ সালের ৪০১ নং সুগিয়া বিবির বিরুদ্ধে মো. সোফি ও বর্তমান বিবাদী নং ২, বিবাদী নং ২ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেনি তবে বিবাদী নং ২ জয়গুন্নেসা প্রমাণ যোগ করেছেন যেখানে তিনি স্পষ্টভাবে বলেছেন যে ডি ডবলু ১ স্যুট হাউসের কোন অংশ ক্রয় করেনি। যদিও বিবাদী নং ১ সমস্ত বিচারের সময় বিবাহের সার্টিফিকেটের উপর নির্ভর করে প্রদর্শ – বি চিহ্নিত করে যে সুগিয়া বিবি তার স্ত্রী, কিন্তু আপিলের শুনানির সময় তিনি বিকল্প ইস্যু উত্থাপন করেছিলেন যে দীর্ঘ সহবাসের কারণে বৈধ বিয়েও হতে পারে। বাসস্থান দলগুলোর মধ্যে দীর্ঘ সহবাস ছিল এমন কোনো প্রমাণ নেই এবং প্রমাণের অভাবে এ ধরনের বিকল্প আবেদন গ্রহণযোগ্য নয়।

৩০। বিষয়টির আরেকটি দিক আছে বলে মনে হয়। আপিল আদালত পূর্ববর্তী স্বত্ব আপিল নং নিষ্পত্তি করার সময়। ১৯৭৯-এর ৪৬৭-এ স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে: "দুর্ভাগ্যবশত বিবাদী নং ১-এর জন্য, দাবি করার মতো তিনি আইনত বাদীকে বিয়ে করেছেন এমন কোনো প্রমাণ নেই। বাদী (সুগিয়া বিবি) বৃদ্ধ ও অসুস্থ হওয়ায় কমিশনে পরীক্ষা করা হয়। তিনি হলেন পিডব্লিউ-১। তিনি "নিকা" ফর্মের অধীনে বিবাদী নং ১ কে বিয়ে করার কথা অস্বীকার করেছেন। ..... প্রমাণ ফর্মে স্পষ্ট যে মো. সাফি বাদীর স্বামীর মতো আচরণ করতেন।

৩১। এই প্রেক্ষাপটে দরখাস্তকারীদের জন্য কৌঁসুলি শিখেছেন যখন পূর্বের মামলায় প্রথম আপীল আদালতের দ্বারা কথিত বিবাহ/সম্পর্কের বিষয়ে অনুসন্ধান করা হয়েছিল, যে অনুসন্ধানটি পক্ষের মধ্যে বিচারিকতা হিসাবে কাজ করবে এবং এই প্রেক্ষাপটে তিনি রিপোর্ট করা একটি রায়ে নির্ভরতা রেখেছিলেন এআইআর ১৯৩২ পিসি ৫০ (কৃষ্ণ নারায়ণ দেও বনাম চল্লা রামান্না এবং অন্যান্য) যেখানে এটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল যে যেখানে বাদী দ্বারা একটি বিন্দু সঠিকভাবে উত্থাপিত হয়নি তবে উভয় পক্ষই বিনা প্রতিবাদে সেই বিন্দুতে ইস্যুতে যোগ দেওয়ার জন্য বেছে নিয়েছে, যে বিন্দু সিদ্ধান্তের দলগুলির মধ্যে 'রেসজুডিকাটা' হিসাবে কাজ করবে।

৩২। এআইআর ১৯৩০ ক্যাল ৮১০ (মো. ইসমাইল ও অন্যান্য বনাম শরফুতুল্লাহ এবং অন্যান্য)। এটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল যখন দলগুলি বিচারে যায় এবং সাক্ষ্য দেওয়া হয় এবং আদালত তাদের আমন্ত্রণে পয়েন্টগুলি নির্ধারণ করে, যার মধ্যে একটির সংকল্প মামলা নিষ্পত্তির জন্য যথেষ্ট হতে পারে, তবে যা আদালতের জন্য উন্মুক্ত। তাদের মধ্যে এক বা একাধিক বিষয়ে অন্যদের মধ্যে এটির রায়ের ভিত্তিতে, তাই সিদ্ধান্ত নেওয়া বিষয়টি 'রেসজুডিকাটা' হিসাবে কাজ করে। বর্তমান প্রেক্ষাপটে বাদী সুগিয়া বিবি কর্তৃক বিবাদী নং ১ এর পক্ষে সম্পাদিত দলিলটি সত্য কিনা এবং বিবাদী নং ১ তার স্বাক্ষর সংগ্রহের জন্য আবেদন করছিল কি না সেই বিষয়টি বিবেচনা করার সময় অযাচিত প্রভাব চর্চা করা বা না করা এবং বাদীর সাথে তার ঘনিষ্ঠতার সুযোগ নিয়ে বিবাদী নং ১ তার সাথে প্রতারণা করেছে কি না, আপীল আদালতকে পক্ষগুলির মধ্যে সম্পর্ক সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে হয়েছিল এবং শেষ পর্যন্ত উপরে উদ্ধৃত পর্যবেক্ষণের দিকে নিয়ে যেতে হয়েছিল, যা হতে পারে সেই আগের মামলা নিষ্পত্তির জন্য যথেষ্ট এবং আদালত এই ধরনের পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে তার রায়ের ভিত্তিতে, পক্ষের মধ্যে সম্পর্কের বিষয়টি 'রেস-জুডিকাটা' হিসাবে কাজ করে।

৩৩। এআইআর ২০০৫ এসসি ৪৫৪-এ প্রকাশিত অন্য একটি রায়ের উল্লেখ করে বলা যেতে পারে যে আগের মামলায় আনুষ্ঠানিকভাবে কোনও ইস্যু তৈরি করা হয়নি তবে যেহেতু সম্পর্ক সংক্রান্ত সমস্যাটি মামলার সিদ্ধান্তের জন্য সেই মামলায় উপাদান এবং অপরিহার্য ছিল এবং কোন ইস্যুটির সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়েছে তা কার্যকর হবে উভয় পক্ষের মধ্যে 'রেসজুডিকাটা'। এই প্রসঙ্গে ২০১৯ এসসিসি অনলাইন কাল ৯২৫৯-এ রিপোর্ট করা মামলার আইনেও রেফারেন্স করা হয়েছে। যেহেতু বিষয়টি নিয়ে দলগুলোর সম্পর্ক হওয়া জরুরি ছিল পূর্বের মামলার রায়ের জন্য সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এবং সেই অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, এটিকে আগের মামলার ইস্যুতে "সরাসরি এবং যথেষ্ট" হিসাবে বিবেচনা করা হবে এবং পরবর্তী মামলায় 'রেস-জুডিকেট' দ্বারা আঘাত করা হবে। অতএব, আপীলকারীদের বিরোধিতা যে মো. সোফি সুগিয়া বিবির স্বামীকে বি প্রদর্শর ভিত্তিতে বা অন্য কোনো উপায়ে গ্রহণ করা যাবে না।

৩৪। এটি এস. সুব্রামনিয়ান বনাম এস. রামাসামি ইত্যাদি প্রতিবেদনের রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে নিষ্পত্তিকৃত আইন। ২০১৯ (৫) সুপ্রিম ২৩৩ যে হাইকোর্টের পক্ষে রেকর্ডে থাকা সমস্ত প্রমাণের পুনরায় প্রশংসা করা এবং নীচের আদালতের দ্বারা নথিভুক্ত ফলাফলগুলি প্রমাণের প্রশংসা করার ক্ষেত্রে নিজের অনুসন্ধানে আসা অনুমোদিত নয়। পূর্ববর্তী রায়ের উপর নির্ভর করে এটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল, দুটি পরিস্থিতিতে রয়েছে যেখানে তথ্য অনুসন্ধানে হস্তক্ষেপ অনুমোদিত প্রথমটি হল যখন উপাদান বা প্রাসঙ্গিক প্রমাণ বিবেচনা করা হয় না, যা বিবেচনা করা হলে একটি বিপরীত সিদ্ধান্তে নিয়ে যেতে পারে এবং দ্বিতীয় পরিস্থিতি যেখানে আপীলকারী আদালত অগ্রহণযোগ্য সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করে অনুসন্ধানে পৌঁছেছেন, যা বাদ দিলে বিপরীত সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব ছিল। বর্তমান প্রেক্ষাপটে এমন কোন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়নি কারণ নীচের আদালত যথাযথভাবে বিবেচিত প্রদর্শ-বি এবং প্রমাণ এবং পূর্বের কার্যধারার রায়। এই প্রেক্ষাপটে আমি আপীলকারীর এই যুক্তিতেও কোন সারবস্তু খুঁজে পাই না যে, উভয় পক্ষের মধ্যে দীর্ঘ সহবাস বিবাহের সত্যতা প্রতিষ্ঠা করেছিল। প্রকৃতপক্ষে বিবাদী নং ১ এবং সুগিয়া বিবির মধ্যে কথিত দীর্ঘ সহবাসের সমর্থনে কোন প্রমাণ নেই।

৩৫। যদিও বিবাদী নং ১ / আপীলকারীরা শেষ অবলম্বন হিসাবে এই আবেদনটি গ্রহণ করে বেঁচে থাকার চেষ্টা করেছিলেন যে বাদী সুগিয়া বিবি বিবাদী নং ১ কে তার অধীনে একজন পুরানো ভাড়াটিয়া হিসাবে স্বীকার করেছেন এবং বিকল্প হিসাবে মামলাটি আবদ্ধ সুগিয়া বিবি কখনই ভাড়াটিয়া বাতিল করেনি এবং আদালতও পারবে না

বর্তমান মামলায় ডিক্রি পাস করুন যেখানে বাদী লাইসেন্সধারীকে উচ্ছেদ চেয়েছেন। এ প্রসঙ্গে বলা যায় যদি তিনি নিজেকে ভাড়াটিয়া হিসেবে স্বীকার করেন তাহলে মালিকানার পক্ষে তার অন্য আবেদনে যেতে হবে। এই ধরনের আবেদনটিও প্রণয়নযোগ্য নয় কারণ এটি কখনই বিবাদী নং-এর মামলা ছিল না। ১ যে তিনি ভাড়াটিয়া ছিলেন বাদীর অধীনে নিজেকে ভাড়াটিয়া দাবি করে বহিষ্কারের নোটিশেরও জবাব দেননি তিনি। তিনি বরাবরই মামলার সম্পত্তির মালিকানা দাবি করেছেন। তিনি কোন ভাড়ার রশিদ দাখিল করতে ব্যর্থ হন যাতে দেখা যায় যে তিনি জমির মহিলা দ্বারা ভাড়াটিয়া হিসাবে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। একজন পার্দানাসিন নিরক্ষর ভদ্রমহিলার আবেদনে একটি বিপথগামী বিবৃতি, যা মামলার সম্পূর্ণ মেয়াদের বিপরীত অভিপ্রায় নির্দেশ করে, তাকে ভর্তি বলা যাবে না, (মামলা আইনে রিপোর্ট করা হয়েছে (২০০৬) ৪ এস সি সি ৫০৭ নির্ভর করেছে)। সুনির্দিষ্ট আবেদন ও প্রমাণের অভাবে দ্বিতীয় আপিল আদালতে এ ধরনের অসঙ্গত ও বিকল্প আবেদন আইনের দৃষ্টিতে সমর্থনযোগ্য নয়। উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে নীচের আদালতের সিদ্ধান্ত কোন হস্তক্ষেপের জন্য ডাকে না। তাত্ক্ষণিক আপীল কোন যোগ্যতা বর্জিত এবং খারিজ হতে দায়বদ্ধ।

৩৬। ১৯৯১ সালের উপরের এসএ নং ৭৭০ এর পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিযোগিতায় বরখাস্ত করা হয়। ১৯৮৯ এর নং ৮৩ টি এ -তে নীচের আদালত কর্তৃক গৃহীত রায় এবং ডিক্রি ১৯৮৯ তারিখের ১৯ ই ডিসেম্বর, এতদ্বারা নিশ্চিত করা হল৷

এই রায়ের জরুরী ফটোস্ট্যাট প্রত্যয়িত অনুলিপি, যদি আবেদন করা হয়, সমস্ত প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা মেনে নিয়ে পক্ষগুলিকে সরবরাহ করা হবে৷

(বিচারপতি অজয় কুমার মুখোপাধ্যায়)

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।